টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

চোরাই বন্দুক উদ্ধার

সম্প্রতি রাত্রে ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনে বিশ্বরঞ্জন ব্যানার্জী নামে জনৈক যুবকের কাছ থেকে পুলিশ একটি বন্দুক ও মাও-এর কিছু পুস্তক উদ্ধার করে। প্রকাশ, বন্দুকটি কয়েক মাস আগে ভরতপুর থানা এলাকা থেকে ছিনতাই হয়।

৫৯শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৭৯ সাল!
২১শে জুন, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

রাস্তা অবরোধে উদাসীন ত্র্যহস্পর্শ !

রঘুনাথগঞ্জের প্রধান প্রধান রাস্তায় দিনের পর দিন চলছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—দৈত্যের মত বিরাটদেহী মাল-বোঝাই ট্রাক এসে দাঁড়াচ্ছে শহরের প্রধান অথচ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে। তারপরই কিছু কুলী-কামিনদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ত্রস্ততা। কুলীদের কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠছে রাজপথের কিছুটা স্থান। পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ধরে চলছে মাল খালাসের পালা। পূতিগন্ধে যেমন মাছিরা ছুটে আসে তেমনি ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হচ্ছে কয়েকজন পুলিশ। রাস্তা অবরোধ এবং ক্ষমতার বেশী মাল বহন করা বে-আইনী। তাই বে-আইনের উপর আইনের রাঙা চোখ দেখিয়ে তারা কিছু প্রণামী চায়। তা যাই দেক। চার আনা, আট আনা, এক টাকা তাতেই খুসী। হায়, হতভাগ্য পুলিশ (!) এদিকে রাস্তা অবরোধ। আর অপরদিকে পথচারীরা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়। যাত্রীবাহী বাস ট্রেণের যাত্রী নিয়ে চলেছে। নির্দ্ধারিত সময়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে না পারলে যাত্রীর হয়রানি। বাসের হর্ণ ক্রমাগত বেজে চলেছে। অথচ চলার রাস্তা আটক। রিক্সাওয়ালা বেগতিক দেখে অন্য রাস্তা ধরেছে। গাড়োয়ানেরা অনেক অপেক্ষা করে। তবুও তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাদের মুখ থেকে কয়েকটা চাঁচা-ছোলা কথা বেড়িয়ে আসে—'শালাদের মাল নামানই হয় নাখো, বাপের রাস্তা পেয়্যাছে।' ...... ইত্যাদি। রাস্তার মোড়ে কর্ত্তব্যরত পুলিশ সব দেখেও চুপচাপ। কেননা 'চুপ্পং কুরু, চুপ্পং কুরু, তো অর্দ্ধং মো অর্দ্ধং' তাদের অন্তরের কামনার কথা। ওই পুলিশও প্রণামীর ভাগ পাবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন—যাঁরা ব্যবসায়ী। তাঁরাও কি বোবা না বিবেকহীন ? নিজেদের স্বার্থের জন্য শত শত পথচারী আর বেশকিছু যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন ঘটাতে তাঁদের বাধে না ? আশ্চর্য্য তাঁদের 'সিভিক সেন্স'। আর পৌর কর্তৃপক্ষ ! তারও তো ভূমিকা—নেপথ্যের। ধন্য পৌর সংস্থা !

গাড়ী চাপা দেওয়ার অভিযোগে এ, ডি, এম

সাগরদীঘি, ১৮ই জুন—গত বুধবার (১৪ই জুন) দুপুর প্রায় একটার সময় এস, এম, জি, আর রোডে হরহরি গ্রামের বদিরুদ্দিন সেখকে (৫০) গাড়ী চাপা দেওয়ার অভিযোগে এ, ডি, এম (মুর্শিদাবাদ) অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাগরদীঘি থানায় কেস করা হয়েছে।

প্রকাশ, ঐ দিন তিনি সাগরদীঘি জে, এল, আর, ও অফিস থেকে রঘুনাথগঞ্জ যাবার পথে তাঁর চালক হরহরি গ্রামের কাছে বদিরুদ্দিনকে চাপা দেন এবং আহত অবস্থায় তাঁকে ঐ গাড়ীতে করেই জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে আহত ব্যক্তি বর্ত্তমানে সুস্থ আছেন এবং এ, ডি, এম প্রতি মাসে তাঁর জন্য ৪০ কেজি গমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ষ্টেনগানের গুলিতে গৃহস্বামীর তিন পুত্র জখম

সাগরদীঘি, ১৮ই জুন—গত ১৪ই জুন রাত্রে এই থানার গোবর্দ্ধনডাঙ্গা গ্রামের মোসলেম মণ্ডলের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে মারধোর করে এবং গুলি চালায়। নগদে এবং অলংকারে প্রায় বারো হাজার টাকা নিয়ে তারা চম্পট দেয়। ডাকাত দলের ষ্টেনগানের গুলিতে মোসলেম মণ্ডলের তিন পুত্র গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁদেরকে জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয় এবং সেখান থেকে একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত ১৬ই জুন রাত্রে অনুপপুর গ্রামের নকির সেখের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। বাধা দিতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের বন্দুকের গুলিতে চারজন গ্রামবাসী আহত হয়।

—৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

বেকার সমস্যা ঃ কর্ম্মসংস্থানের একটি বিকল্প চিন্তা

সমস্যা-জর্জ্জরিত পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল বেকার সমস্যা। দিনের পর দিন ইহা বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের অর্থনীতির কাঠামোতে ইহা বড় প্রশ্ন হিসাবে মাথা চাড়িয়া উঠিতেছে। যে হারে কর্ম্মহীন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা ভয়াবহ ছাড়া আর কী? ঘরে ঘরে আজ শিক্ষিত বেকার। ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। গড়পরতায় প্রতি বৎসর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে দুই লক্ষের মত। ১৯৭১-৭২ সালের হিসাবে বেকারের সংখ্যা দেখা যায় ২৮ লক্ষ। বেসরকারী মহলের মতে ইহার সংখ্যা নাকি আরও বেশী। কর্ম্মহীন মানুষের সংখ্যা যদি বর্ত্তমানে ইহাই হয় এবং তদুপরি প্রতি বৎসর দুই লক্ষ করিয়া বাড়িতে থাকে তবে পাঁচ বৎসর কি সাত বৎসর পরে এই সংখ্যার রূপ কী ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে না? পশ্চিমবঙ্গের প্রতি মানুষের ইহা ভাবিবার বিষয়। তবে ভাবনা শেষ কথা নয়—বেকারত্ব মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাজ্যে শিল্প প্রসারের মাধ্যমে দশ লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থান প্রকল্প পর্য্যালোচনার জন্য চারটি কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে দুর্গাপুর, কল্যাণী, আসানসোল, সাঁওতালদি, রামকেনালি, হলদিয়া, খড়্গপুর, শিলিগুড়ি এবং ফরাক্কায় সম্ভাবনাময় স্থানে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা হইবে। তা ছাড়া রাজ্যের তেরটি জেলাতেও ছোটবড় মাঝারি শিল্প-কেন্দ্র গঠন করিবার পরিকল্পনাও আছে। যদিচ এইগুলি নাকি রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গে 'শিল্প বিপ্লবের একটি খসড়া।'

যাই হোক এই শিল্প প্রকল্প কার্য্যকর হইলেও কী সমস্যার ত্বরিত সমাধান হইবে? বোধ হয়, না। সকলেই যদি চাকরী চাহেন তবে কী সকলেরই চাকরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে হারে শিক্ষিতের পাশের হার বাড়িতেছে তাহাদের সকলের কর্ম্মসংস্থান কিভাবে সম্ভব? সেজন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলিত রীতি ও রূপের পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিবার সময় হইয়াছে। শিক্ষাকে এখন কর্ম্মমুখীন (Job-oriented) ও বৃত্তিমূলক করিয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রাখিয়া স্কুলে কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলে ডিগ্রীধারী যে সমস্ত শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্দ্ধমান উত্তুঙ্গ সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাহারা গ্রহণ করিবে তাহারা নিজেই নিজ কর্ম্মের সংস্থান করিতে সক্ষম হইবে।

দেশের এই নিদারুণ কর্ম্মহীনতার যুগে আজ একটি শ্লোগান ধ্বনিত করিয়া তোলা প্রয়োজন—তাহা হইল স্বয়ং সৃষ্ট কর্ম্মসংস্থান (Self-employment) প্রকল্প। শিক্ষিত যুবকেরা যদি এক একটি ছোট গ্রুপ গঠন করিয়া স্থান কালের চাহিদা মাফিক ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হন তবে বেকারী জীবনের দৈন্যের দায় হইতে হয়ত নিষ্কৃতি ঘটিতে পারে। অবশ্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফল ও কার্য্যকর করিয়া তুলিবার জন্য সরকারী-ঋণ বা সাহায্যের অবশ্য প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগ এবং আনুকূল্য এই পরিকল্পনার সফলতায় সহায়ক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

Wanted an experienced and qualified Headmaster for Shaikhdighi High School (aided) P.O. Ramna Shaikhdighi Dist. Murshidabad.

Apply to Secretary by 15-7-72.

॥ চিঠি-পত্র ॥

'শূন্য ঢক্কা ফরাক্কা'—প্রসঙ্গে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

মহাশয়,

৩১শে মে-র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "শূন্য ঢক্কা ফরাক্কা"-র মত নির্ভীকতার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আপনি বহুবার দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও নিজের জেদ বজায় রেখে চলেছেন। কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য যে প্রকল্প, এখন সেই প্রকল্পের জল নিয়ে মতবিরোধ শুরু করে দিয়েছেন। নিজের পদ-মর্যাদার ঠাঁটে তিনি জল বিশেষজ্ঞদের মতকেও উপেক্ষা করে চলেছেন। দরকার চল্লিশ হাজার কিউসেক অথচ তিনি কিছুতেই কুড়ি হাজার কিউ-সেকের বেশী জল দিতে নারাজ। তা না হলে উঃ প্রদেশের সবুজ-বিপ্লব নাকি ব্যর্থ হয়ে যাবে! তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার একটি উক্তি মনে পড়ছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "এখানে ধনীকে ধনী করার এবং গরীবকে গরীব করার ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবেই করা আছে।" মাননীয় সেচমন্ত্রী ঠিক সেইভাবে ফরাক্কার জল নিয়ে ভাগাভাগি শুরু করে দিয়েছেন। উঃ প্রদেশে সবুজ-বিপ্লব ঘটেছে সুতরাং ফরাক্কার জল ওখানে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আর কলকাতা বন্দর দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—তা যাক! তাতে তাঁর কি যায়-আসে? তাঁর উঃ প্রদেশ থাকলেই হল।

গত ১০ই জুন ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার শ্রীদেবেশ মুখার্জী ইনস্টিটিউট্ অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন যে ভাগীরথীর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে চল্লিশ হাজার কিউসেক জলেও নাব্যতা বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ আছে।

পূর্ব্বতন পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার না হয় ফরাক্কার জলের ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকার তো আর তা করছেন না। শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে কি লাভ? জলের ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করলে বিশ্ববাসী বিস্ময়বোধ করবেন না কি? এতদিন ধরে অনেক "কথা" হয়েছে। এবার কাজ করুন। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ ফারাক্কার জল উঃ প্রদেশের সবুজ বিপ্লবে ব্যবহার না করে কলকাতা বন্দরকে বাঁচান। উঃ প্রদেশের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ খুলুন, এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন। ইতি— নমস্কারান্তে

সাগরদীঘি, ১১-৬-৭২ শ্রীসত্যনারায়ণ ভকত

কাছের মানুষ যোগীন্দ্রনারায়ণ

(৩)

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

ছোটকালিয়ার কুড়ানকৃষ্ণ দাস অতি দরিদ্র কিন্তু সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মপিপাসু। পণ্ডিতমশায়ের কাছে দীক্ষাদানের জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগল। কুড়ানের সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর নেওয়ার পর পণ্ডিতমশায় তাকে দীক্ষা দিলেন। গুরুদক্ষিণা সেই একটি হরিতকী। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কুড়ান গুরুর প্রদর্শিত পথে চলতে লাগল এবং তার জীবনের শুভ পরিবর্তন আমরা সাগ্রহে দেখতে লাগলাম। তার আসল নাম ছিল কুড়ান দাস। গুরু তার নতুন নামকরণ করলেন কুড়ান কৃষ্ণদাস। একদিন কুড়ান এসে গুরুকে তার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করল। গুরু বললেন "দেখ কৃষ্ণদাস তুমি নিতান্ত দরিদ্র মানুষ। আমাকে খাইয়ে তোমার কষ্টের পয়সা বৃথা নষ্ট করার কি দরকার?" কুড়ান দেখতে পায়, লোকের বাড়ী গুরু আসে। গুরুকে কেন্দ্র করে শিষ্যের বাড়ী উৎসব হয়। আত্মীয় বন্ধুদের ডাকা হয়। সকলে সানন্দে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করে। তারও ইচ্ছা হয়, সেও ঐরকম করে পণ্ডিত-মশায়ের প্রসাদ পায় ও দশজনকে দেয়। সে কথা জানাল তার গুরুকে। গুরুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি দরিদ্র শিষ্যকে অনর্থক অর্থব্যয় করতে দিতে নারাজ; ফিরিয়ে দেন কুড়ানকে। কুড়ান কিন্তু নিরুৎসাহ হয় না ঐ একই অনুরোধ নিয়ে গুরুকে ধরে—একেবারে নাছোড়বান্দা। অবশেষে পণ্ডিতমশায় বললেন "দেখ তোমার বাড়ী আমি যাব কিন্তু তোমাকে তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে পারবে না। তুমি কাল এখানে এস, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।" কুড়ান চিন্তিত মনে চলে গেল। পণ্ডিতমশায় সেই দিনই আমাকে টাকা দিয়ে বললেন "কুড়ানের বাড়ী কাল ঠাকুরের ভোগ দেব। পনর কুড়িজনের মত আয়োজন কর, গয়লাকে এক তাই দই এর বরাত দিতে ভুলো না।" আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "আমরা সকলে ওকে সাহায্য করছি আপনি টাকা ফিরিয়ে নিন। তিনি তা নিলেন না, বললেন আমার জন্যই তার এই আয়োজন, তোমাদের জন্য নয়। গুরুর উচিত নয় যে শিষ্যের সর্ব্ববিধ কল্যাণকামী হয়ে তাকে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে ফেলা।" সকালে পণ্ডিতমশায়ের নির্দেশ মত যথা সময়ে কুড়ান তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন "দেখ পনর কুড়িজন লোকের মত জিনিসপত্র কেনা হয়েছে। তুমি নিয়ে যাও, আত্মীয় বন্ধুদের বল; নামকীর্তনের ব্যবস্থা কর।" কুড়ান গুরুর আয়োজিত দ্রব্যাদি নিতে প্রস্তুত নয়। সে বলে "প্রভু, আপনাকে দেওয়া আমার কর্তব্য, নেওয়া নয়। এতে আমার পাপ হবে।" পণ্ডিতমশায় বললেন "তোমার সে বিচারে প্রয়োজন নাই। তোমার পাপপুণ্যের ভার ত আমাকেই দিয়েছ। এখন নির্বিচারে আমার আজ্ঞা পালন করাই তোমার ধর্ম্ম।" নিরুপায় কুড়ান কাঁদতে কাঁদতে গুরুর আদেশ পালন করল। গুরু এই ভাবে নিজে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে, শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। পণ্ডিতমশায়ের গুরুগিরি ছিল এই রকমের। পণ্ডিতমশায়ের শিষ্যের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহারে শিষ্যের জীবনে রূপান্তর এসেছিল। কয়েকমাস হল এই কুড়ানকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বেই সে নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হয়েছিল। লোকে শেষের দিকে তাকে মোহান্ত বলে ডাকত। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধুসজ্জনরা ছোটকালিয়া এলে আগে কুড়ানকৃষ্ণরই আতিথ্য গ্রহণ করত।

পণ্ডিতমশায়ের মধ্যে আমরা সাধুগিরির চাইতে মানবিকতার পূর্ণরূপই দেখেছি। স্কুলে বেতন পেতেন ৩৫৲, এর সমগ্রটাই ব্যয় করতেন দানে। মাঝে মাঝে বাড়ী থেকেও টাকা আনতেন। অথচ সব টাকাটাই দান করতেন অতি গোপনে। আমি সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকতাম তাই আমার কাছে এই গোপনীয়তা রক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। যে সব ছাত্র অভিভাবকের দারিদ্র্যের জন্য নিয়মিত সময়ে স্কুলের বেতন দিতে না পারায় তাদের নাম কাটা যেত, তাদের বেতনের টাকা দিতেন পণ্ডিত-মশায়—এ রকম ব্যাপার তাঁর নজরে আসা মাত্র। এ রকমের বহু ছাত্র, বাড়ীতে টাকার জোগাড় হলে ফিরিয়ে দিত—আবার অনেকের পক্ষে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হত না।

পণ্ডিতমশায়ের অর্থে বা আহার্যবস্তুতে বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আতপের ভাত ও ছুটি আলুসিদ্ধ বা কাঁচকলা সিদ্ধ পেলেই তাঁর তৃপ্তি হত। অর্থের লোভ ত কোনও ক্ষেত্রেই দেখতাম না। সাবলপুরে তাঁর দেশের গ্রামে তাঁর জোতজমা চাষআবাদ ছিল। সে সবের উদ্বৃত্ত থেকেই সংসার চলত। দেখাশোনা করতেন তাঁর মা। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী যেতেন এবং যখন বাড়ীতে থাকতেন তখন কি ভাগীদার, কি প্রজা যে পারত সেই মিথ্যা অভাব অভিযোগের কথা বলে তাঁকে ফাঁকি দিত। তিনি নিজে কদাপি মিথ্যাকথা বলতেন না। এবং কেউ মিথ্যা কথা বললে ধরতেও পারতেন না শিশুর মত সারল্যের জন্যই এটা সম্ভব হত।

(ক্রমশঃ)

প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

সাগরদীঘি, ১১ই জুন—আজ দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ এই থানার মোড়গ্রাম, বোথারা, ফুলবাড়ী বেলখরিয়া, বাহালনগর এবং ভুরকুণ্ডার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে যায়। ফলে সাগরদীঘি এবং নলহাটীর মধ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ট্রেণ চলাচল বিঘ্নিত হয়।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন, "বাস থেকে লক্ষ্য করছিলাম বেশীর ভাগ বাড়ীর টালি, টিন দুমড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে, পি, ডব্লিউ, ডি অফিসের ছাদের এ্যাডবেষ্টার একটিও নাই। বোথারার কাছে এগারো হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের তিনটি হাইটেনসন পিলার উপড়ে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। মোড়-গ্রাম ষ্টেশনের ডাউন হোম এবং আউটার সিগন্যাল দুইটি উপরে রেললাইনের উপর পড়ে আছে, টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়ে তার ছিঁড়ে মাঠের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।"

রেললাইন পরিষ্কার করে রাত্রি সাতটা নাগাদ ট্রেণ চলাচল স্বাভাবিক হয়। কোন প্রাণহানির খবর পাওয়া যায় নি।

১ম পৃষ্ঠার পর

ডাকাতি

গত ১৭ই জুন রাত্রে সেনপাড়ায় রতন মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা কয়েকটা বোমা ফাটায়। ১৮ই জুন একটা তাজা বোমা থানায় জমা দেয়া হয়েছে।

গত ১১ই জুন রাত্রে লোহাপুর বাজারের প্রখ্যাত স্বর্ণ-ব্যবসায়ী শ্রীকেদারনাথ শর্মার বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে সাতটি বোমা ফাটায়, বাড়ীর লোকজনদের প্রহার করে। শ্রীশর্মার স্ত্রীর নিক্ষিপ্ত এ্যাসিডে ডাকাতদলের কয়েকজন আহত হয় ও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে প্রকাশ। ডাকাতদল নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ছয় হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

খরা-পরিস্থিতি পরিদর্শনে তিনজনের প্রতিনিধিদল

সাগরদীঘি, ১০ই জুন—গতকাল এই থানার চন্দনবাটী গ্রামে তিনজনের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এলে গ্রামবাসীরা তাঁদের ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের বলেন, "প্রচণ্ড খরায় আমাদের ফসল যখন নষ্ট হচ্ছিল, আমরা যখন জলের অভাবে শুকিয়ে মরছিলাম—আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন সাহায্য আসেনি। আজ যখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আপনারা দেখতে এসেছেন।" প্রতিনিধিদলের অনুরোধে গ্রামবাসীরা তাঁদের কয়েকটি তথ্য জানান তার মধ্যে এই গ্রামের কুড়িজন চাষীর ফসল জলের অভাবে সম্পূর্ণ বিনষ্ট উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আমার যাবতীয় সম্পত্তি দেখা-শুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি আমার সহোদর অগ্রজ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষালকে রেজেষ্ট্রীযুক্ত আমমোক্তারনামা মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। অদ্যতক আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করিলাম। তিনি আর আমমোক্তার স্বরূপে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। অদ্য হইতে আমার সম্পাদিত আমমোক্তারনামা বাতিল বা রদ গণ্য হইল। ইতি

দেবনারায়ণ ঘোষাল, পিতা ৺হরিহর ঘোষাল

সাং রঘুনাথগঞ্জ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই জুলাই, ১৯৭২

১/৭১ মনি ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দেঃ দুর্গেশচন্দ্র সরকার দাবি ২৭২.৩৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লস্করপুর ৬৭ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০০৲ খং নং ৬১১ রায়ত স্থিতিবান

১০/৭১ মনি ডিঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেঃ ভূপতিভূষণ দাস ওরফে ভূপতিনাথ দাস দাবি ১১৩৮.১৪ থানা স্থতী মৌজে ভাবকী ১.৫৪ শতকের কাত ৬।/৮ আঃ ৭০০৲ খং নং ১০০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ১॥৵১০ তদুপরিস্থিত আম্রবৃক্ষ সহ আঃ ১০০৲ খং নং ১৪৭ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৭৯ শতকের কাত ২॥০ তন্মধ্যে ১৬ শতকের কাত ॥০ তদুপরিস্থিত আম্র-বৃক্ষাদি সহ আঃ ১০০৲ খং নং ১৫০ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ২৸৶৬ তন্মধ্যে ১৯ শতকের কাত ॥/৬ আঃ ২০০৲ খং নং ১০৮৬

ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

গত ১৮ই জুন গোপনসূত্রে খবর পেয়ে স্থানীয় ছাত্র-পরিষদের কিছু কর্মী রঘুনাথগঞ্জ থানার কাঁটাখালি গ্রামে গিয়ে উক্ত অঞ্চলের অন্যতম ছিনতাইকারী আবদুল রহমানকে (পিন্টু) তার বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে ও মারধোর করে থানায় নিয়ে আসে। প্রকাশ আসামীর জামিনের জন্য নাকি জনৈক কংগ্রেস নেতা তদবির করছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। বর্ত্তমানে আসামী হাজতে। খবরে আরও জানা গেল, আসামী পক্ষ নাকি ছাত্র-পরিষদের কর্মীদের নামে কেস করেছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-2CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।